সমকাল
NOV. 15 2002

# ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক

আবদুর রহমান মামুন

## জিবরান খলিল জিবরান

### জীবন ও আলোকিত সাহিত্য

**লেবানন থেকে জিবরান বোস্টনে ফিরে আসেন এবং দু'বছরের মধ্যে ছোটবোন, ভাই এবং মাকে হারিয়ে গভীর দুঃখ ও বেদনায় মুষড়ে পড়েন। এ মানসিক বিপর্যয়ের সময় জিবরান তাঁর চেয়ে সাত বছরের**

জিবরান খলিল জিবরান ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারী উত্তর লেবাননের সেভার্স পর্বতের পাদদেশে, বশারির (Bsharri) নামক স্থানে এক রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মস্থানেই অতি সাধারণ পদ্ধতিতে আরবী, সিরীয় ও ফরাসী ভাষা পঠনের মৌলিক উপাদানগুলো তিনি শেখেন। স্থানীয় বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে তিনি বেড়ে উঠেন। এখানে শীতকালে ঝড় হয় ও বরফ পড়ে। তবে বসন্তকালে চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। বসন্তকালে চারদিকের স্থলভাগ সবুজ রঙের বর্ণ ধারণ করে। পুষ্পমুকুলের গন্ধে চারদিক ভরে ওঠে। গ্রীষ্মকালে দেখা যায় বিভিন্ন রঙের ফলের সমারোহ। এ সময় স্থানীয় জনগণের সময় কাটে আনন্দ আর উল্লাসে। শরৎকালে কুয়াশা উপত্যকাকে এমনভাবে ঢেকে ফেলে, মনে হয় কে যেন পর্বতের চূড়ার সাথে তাকে বেঁধে রেখেছে। প্রতি ঋতুতেই গির্জা থেকে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায় এবং ধূপধুনার গন্ধে চারদিক সুগন্ধময় হয়ে ওঠে। এসবের মাঝেই জিবরান তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন।

কিছু সময়ের জন্য যে ইসলামের কথা ভুলেই ছিল ও অমান্য হয়ে ওঠে, তাদের অসারে হয়েগেটা শ্রীর তারা কেন অসারে-মূর্খের মত ইসলাম ও মুসলিম ছিলের পৃষ্ঠপোষ ছিলকাপাত করতে চায় অথচ এই তথ্য অবিতর্ক ইসলামবিরোধীও স্বীকার না করে পারে না যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি - সভ্যতাই ছিল, তখন

সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন; এসময় বিভিন্ন পত্রিকাতে তাঁর লেখা কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। এসব কবিতা দেশপ্রেম ও সমাজ

সাহচর্যে সমাজের প্রাতাঢ মানুষ হয়ে উঠবে আলোকিত। অন্ধকার দূর হয়ে যাবে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে। আর শুধুমাত্র ধর্মীয় চেতনার মাধ্যমেই তেমন সামাজিক পরিবেশ সম্ভব।

এবং মাকে হারিয়ে গভীর দুঃখ ও বেদনায় মুষড়ে পড়েন। এ মানসিক বিপর্যয়ের সময় জিবরান তাঁর চেয়ে সাত বছরের বড় আমেরিকান মহিলা কবি জোসেফাইন পিবডি'র ভালবাসার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান। এই আমেরিকান মহিলা কবি জিবরানকে বোস্টনের রক্ষণশীল ভদ্র সমাজে যাতায়াত করতে এবং এমারসন, উইলিয়াম ব্লেক, ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত লেখকদের রচনা এবং তৎকালীন বোস্টনের শিক্ষিত ও তার্কিক শ্রেণীর বড় আনন্দের বিষয়বস্তু প্রাচ্যদর্শন ও গ্রীক পুরা-কাহিনীর সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করেন।

১৯০৪ সালে 'আল্-মোহাজের' (দেশান্তর বাসী) পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আরবী ভাষায় লেখা পাঠাতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রকাশিত এসব লেখাকে একত্রিত করে 'এ টিয়ার এন্ড এ স্মাইল' নাম দিয়ে ১৯১৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। পুস্তকটি প্রেম ও মনুষ্য অনুপ্রাণিত আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন এবং প্রকৃতি ও আল্লাহকে কেন্দ্র করে লিখিত গানের সংকলন হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জীবন হয়ে পড়েছে অসহনীয়। যার চরম পরিণতি তাঁকে গ্রাস করেছে নির্মমভাবে।

কে এই 'কঙ্কাল'-এর বেকার অসহায় যুবকটি? এ কি কবি নিজেই? হয়তো

ব্যাপকতা লাভ করে। একই সাথে বাড়ে অভিজ্ঞতার পরিধি। প্যারিসে দু'বছর অবস্থানের পর ফিরে আসেন বোস্টনে। কিন্তু বোস্টন মনঃপূত না হওয়ায় চলে যান নিউইয়র্কে এবং এখানেই বাস করতে থাকেন।

জিবরানের লেখা মিসরে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। কায়রোতে বসবাসকারী তরুণী লেখিকা মায়জিয়াদাহ মুগ্ধ হয়ে পড়েন জিবরানের সুশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ লেখার প্রাণবন্ত সৌন্দর্যে। তাঁর এই অনুভূতির কথা জিবরানকে পত্রের মাধ্যমে জানান। আর অনুরোধ করেন সাহিত্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহকে কিছুটা নমনীয় করার জন্য। জিবরান নিজস্ব চিন্তাধারার কথা জানিয়ে মায়জিয়াদাহকে উত্তর দেন। এভাবে দু'জনের মাঝে চলতে থাকে পত্রবিনিময় যা এক সময় উভয়ের মাঝে ভালবাসার জন্ম দেয়। জিবরান এবং মায়জিয়াদাহ'র পত্রগুলো সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে পাঠক সমাজের কাছে। অবশ্য ম্যারি হ্যাসকেলের কাছে জিবরানের ইংরেজীতে লেখা পত্রগুলোও কম জনপ্রিয়তা পায়নি।

সাহিত্য রচনায় ক্রমবর্ধমান খ্যাতি সত্ত্বেও জিবরান এই সময়ে ক্রমাগতভাবে 'প্রাণঘাতী একঘেয়েমির' শিকারে পরিণত হন এবং এই মানসিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে মায় জিয়াদাহকে পত্র লেখেন যাতে তিনি নিউইয়র্কে নিজ জীবনের কথা এভাবে বর্ণনা দেন যে, তাঁর জীবন এখন অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে চালিত একটা কুঁজ চাকা যা চলার পথে ভারসাম্যের ধার ধারে না। এই অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থা তাঁর মধ্যে এক তীব্র মানসিক বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে যা তাঁর চারদিকের পরিবেশ এবং লোকের বিরুদ্ধে ঘৃণার আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। এ সময় তাঁর ওপর নীৎসের প্রভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। 'দি ক্যাপটিভ কিং' (বন্দি রাজন) পুস্তকে তিনি নিজের আত্মাকে সম্বোধন করে ঐ সমস্ত সৃষ্ট জীব সম্পর্কে বলেছেন, যারা আত্মার কারাগারকে ঘিরে রেখেছে এবং রাজার কাছে উপযুক্ত হবার যোগ্য নয়। তিনি স্থানগুলোকে আলো বাধাদানকারী এবং অন্ধকার কোনগুলোতে ভালবাসার শিখাগুলোকে ছাইয়ে রূপান্তরিত করার সাধনাকারী বলে অভিহিত করেছেন। যৌবনের ফুল ধ্বংসকারী নূরজ আবাসস্থল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই বিদ্রোহ তাঁর 'দি ইর্থস'-পুস্তকেও দেখা যায়। তবে এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কবি জিবরান অল্পসময়ের মধ্যেই নিজেকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। এই সময়ই তিনি বন্ধু ম্যারি হ্যাসকেলের সহায়তায় ইংরেজীতে সাহিত্য রচনায় হাত দেন।

ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁর প্রথম পুস্তক হচ্ছে 'দি ম্যাডম্যান'। জিবরানের সৃষ্ট এই চরিত্র তাঁর সামনের অন্ধকারের গাঢ় পর্দা ছিঁড়ে ফেলে সম্মুখস্থ করোজ্জ্বল সূর্য এবং মানবজাতি, আল্লাহ্ ও পৃথিবীর মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য একক সত্তা, শক্তিমত্তায় গর্ব এবং কাপুরুষতা ও আত্মসমর্পণে গ্লানি অনুভব করেছে। এ

না। তাঁর নামও আজ অনেক সুধীজনের কাছে অজ্ঞাত স্বার্থহীন সাধনা দিয়ে সমাজকে এতকিছু দিয়ে গেলেন, নামটিও ভুলে যেতে চলেছে। এ লজ্জা আমাদের সবার

অলংকার পদ্ধতির প্রথাগত নিয়ম বিবর্জিত একটি প্রতীকধর্মী সাদা ও কালো মিশ্রিত অংকনে তিনি নগ্ন মানব প্রতিকৃতিকে মুখমণ্ডল চিত্রায়িত করার জন্য এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার মানবজাতির সাথে আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্ককে দেখাতে চেয়েছে প্রত্যেক মানবই পূর্ণতা অর্জনে আকাংক্ষিত, আর পূর্ণতা শু অধিকারভুক্ত।

১৯২০ সালের পর জিবরান আরবীতে আর সাহিত্য রচনা করে শুরু করেন। তিনি 'দি ফোর রানার' (অগ্রদূত) নামে পুরা-কাহি সংকলন প্রকাশ করেন। এতে চিন্তাবিদ দ্বৈতবাদ থেকে নিজেকে ঐক্য অর্জন করেন। এরপর জিবরান ১৯২৩ সালে রচনা করে প্রোফেট' (নবী)। এই বইতে তিনি তাঁর সত্যিকারের পরিচয় জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, শুধু আমেরিকাতেই সত্তর লাখ কা তেতাল্লিশটি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। 'দি প্রোফেট' বই শিশু, বাসস্থান ও বস্ত্র, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যথা-অপরাধ ও শাস্তি উপস্থাপনা ও যুক্তি, ভাবাবেগ ও পাপ, বন্ধুত্ব ও ধর্ম, মৃত্যু,-আন বিষয়ের উপর লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। নবী আল-মুসতাফার মুখ দিয়ে।

সুখ এবং দুঃখ হল অবিচ্ছেদ্য জময, একসাথে আসে এবং এক ব্যক্তিটিও অপরাধে অংশীদার, কেননা সকল মানুষই স্বর্গীয় অগ্রগতিতে সম্মিলিতভাবে দায়ী। ভাল ও মন্দের আদি কারণগুলো একত্রে জড়িত। বিবেকের তিরস্কারই হল ন্যায়পরতা যা অন্য উৎসাহিত করে থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বাধাদানকারী বহিঃস্থ বেদনা। মানুষের মহত্ত্ব হল তার বৃহত্তম স্বার্থের জন্য তারই আমাদের শরীর হল সুর সৃষ্টির জন্য বীণা বিশেষ। সৌন্দর্য হ একটি মোহিত আত্মা যা নিত্যতা- আয়নায় নিজের ধ্যানে মগ্ন। যা কর্ম ও ধ্যান করে। প্রভু মেঘের মাঝে হাঁটে এবং ফুলের সৌরভেত্রে বিগলনের এক বিশেষ প্রক্রিয়া।

সন্ধ্যা নামে এবং আদ-মুসতাফা উপাসনালয়ের সোপান থেকে বন্দরের দিকে। বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য সকল লোক বন্দ করে। তাদের কাছে আবার সময় মত ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি বাতাসের অনুগামী জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি অন্য আশীর্বাদ করলেন যাদেরকে তিনি তাঁর অন্তরের গভীরতম যদিও তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন না এবং তাঁদের